



আসসালামু'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

লাইলাতুল কদর তালাশ করাঃ

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদর-এ ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করবে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫

কদরের রাতে বিশেষ দু’আটি পড়াঃ আল্লাহুমা ইন্নাকা আ’ফুউউন তুহিব্বুল আ’ফওয়া ফা’ফু আ’ন্নী

হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাকারী, বড়ই অনুগ্রহশীল।মাফ করে দেয়াই তুমি পছন্দ কর। তাই তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আল জামে আত তিরমিযী

শেষ দশ দিন ইতিকাফে বসাঃ

“আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে যৌনকর্ম করো না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেছেন।”[সহীহ বুখারী (২০২৬) ও সহীহ মুসলিম (১১৭২)]

আত্মীয়তার সম্পর্ক উন্নীত করা:

আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা রক্ষা করাও একটি ইবাদাত। এ বিষয়ে আল্লাহ তা’আলা বলেন: “আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আরও তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। [সূরা আন-নিসা: ১] আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সালাম বিমিয়ার মাধ্যমে হলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক তরতাজা রাখ।” [সহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন-নবওয়িয়াহ : ১৩]

এ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং সোষণা করলো, আমি একজন মুসলিম” [সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৩] “ভাল কাজের পথ প্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারী অনুরূপ সাওয়াব পাবে” [সুনান আত-তিরমিযী : ২৬৭০]

তাওবাহ ও ইস্তেগফার করা:

তাওবাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ ফিরে আসা, গুনাহের কাজ আর না করার সিদ্ধান্ত নেয়া। এ মাস তাওবাহ করার উত্তম সময়। আর তাওবাহ করলে আল্লাহ খুশী হন। আল-কুরআনে এসেছে: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাটি তাওবা; আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জাহ্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত” সূরা আত-তাহরীম : ৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “হে মানবসকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর আমি দিনে তাঁর নিকট একশত বারের বেশি তাওবাহ করে থাকি” [সহীহ মুসলিম : ৭০৩৪]

তবে তাওবাহ ও ইস্তেগফারের জন্য উত্তম হচ্ছে, মন থেকে সাইয়েদুল ইস্তেগফার পড়া।



প্রশ্ন: প্রথর রোদে কৃষিকাজ ও রুজি রোজগারের কিছু কাজের জন্য কি কিছু ফরজ রোজা না রাখলে কি গুনাহ হবে? এই বিষয়ে ইসলাম কী বলে?

উত্তর:

শারীরিকভাবে সক্ষম, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের জন্য রোজা রাখা ফরজ। এটি ইসলামের পাঁচটি খুঁটির মধ্যে ঊর্ধ্বতম। সুতরাং মুক্তিকামী ইমানদারের জন্য আবশ্যিক হল, দুনিয়াবি কর্মব্যস্ততা, চাকুরী, কৃষিকাজ, পেশাগত কাজ ইত্যাদিকে রোজা ভঙ্গ করা বা রোজা থেকে দূরে থাকার ওজুহাত হিসেবে দাঁড় না করানো। বরং কষ্ট হলেও ধৈর্যের সাথে রোজা পালন করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়াবি কাজের ওজুহাতে রোজা না রাখা বা রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। একজন রোজাদার যদি গরম, রোদ, পরিশ্রম ও কষ্ট-ক্লান্তিতে ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশায় রোজা রাখে তাহলে আল্লাহ আঘিরাতে এই কষ্টের বিনিময়ে বিশাল পুরস্কার দান করবেন ইনশাআল্লাহ। সাহাবিগণ আরবের উত্তপ্ত মরুভূমিতে কাজ করতেন, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অনেক কষ্ট করতেন কিন্তু তারা রোজা ভঙ্গ করতেন না।

রমজানে জরুরি কাজ করার প্রয়োজন হলে, তা সকালের দিকে করার চেষ্টা করবে। প্রথর গরম দুপুরে কাজ থেকে বিরত থাকবে। সম্ভব হলে কিছু কাজ রাতে করবে। প্রয়োজনে কিছুটা কাজ কম করবে বা সীমিত উপার্জন করবে কিন্তু তারপরও রোজা ভঙ্গ করবে না। কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে তার রিজিকের সুব্যবস্থা করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قُنْزًا

“আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত ভাবে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।” (সূরা তালাক/২ ও ৩)

সৌদি স্থায়ী ফতোয়া বোর্ডকে প্রশ্ন করা হয় যে, এক ব্যক্তি রুটির দোকানে কাজ করে। সেখানে সে খুবই পানির পিপাসার সম্মুখীন হয় এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কাজের সময় তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ কি?

তারা বলেন,

لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر ، بل الواجب عليه الصيام ، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر ، وعليه أن يعمل حسب استطاعته

“সে লোকের জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ নাই বরং তার জন্য রোজা রাখা ফরজ। রমজান মাসের দিনের বেলায় রুটি বানানো রোজা ভঙ্গ করার জন্য কোনও ওজর নয়। সে সাধ্য অনুযায়ী কাজ করবে।” [ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/২৩৮] আল্লাহ্ আলাম।

উত্তর প্রদানে:

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল।

জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার, সৌদি আরব।



ইতিকারের হুকুম কী?

উত্তর আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার দলিলের ভিত্তিতে ইতিকার শরয়ি বিধান।

কুরআনের দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ইতিকারকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৫]

এবং আল্লাহর বাণী: “আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকার অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে যৌনকর্ম করো না।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

হাদিসের দলিল: এ সংক্রান্ত অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকার করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকার করেছেন।” [সহিহ বুখারী (২০২৬) ও সহিহ মুসলিম (১১৭২)]

ইজমা: একাধিক আলেম ইতিকার শরয়ি বিধান হওয়ার পক্ষে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন: যেমন- ইমাম নববী, ইবনে কুদামা ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ। [দেখুন: আল-মাজমু (৬/৪০৪), আল-মুগনি (৪/৪৫৬), শারহুল উমদা (২/৭১১)। শাইখ বিন বায (রহঃ) ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (১৫/৪৩৭) বলেন:

“কোন সন্দেহ নেই ইতিকার আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের একটি মাধ্যম। ইতিকার রমযান মাসে পালন করা অন্য সময়ে পালন করার চেয়ে উত্তম...। এটি রমযান মাসে ও অন্য সময়ে পালন করা শরয়িতসম্মত।” [সংক্ষেপিত]

দুই:

ইতিকারের হুকুম: ইতিকারের মূল বিধান হচ্ছে- এটি সুন্নত; ওয়াজিব নয়। তবে, কেউ মানত করলে তার উপর ওয়াজিব হবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন আনুগত্য পালন করার মানত করে সে যেন সেই আনুগত্য আদায় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মানত করে সে যেন আল্লাহর অবাধ্য না হয়।” [সহিহ বুখারী (৬৬৯৬)]

এবং যেহেতু উমর (রাঃ) বলেছেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জাহেলি যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকার করার মানত করেছি। তিনি বললেন: “তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।” [৬৬৯৭]

ইবনুল মুনিযির তাঁর ‘আল-ইজমা’ নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৫৩) বলেন:

আলেমগণ ইজমা করেছেন যে, ইতিকার সুন্নত; ফরয নয়। তবে কেউ যদি মানত করে নিজের উপর ফরয করে নেয় তাহলে ফরয হয়।” [সমাঙ্গ]

দেখুন: ড. খালেদ আল-মুশাইকিহ এর ‘ফিকহুল ইতিকার’ পৃষ্ঠা- ৩১

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

ইতিকার করাঃ

ইতিকার শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- অবস্থান করা। এটি দীর্ঘ সময়ের জন্যেও হতে পারে, অল্প সময়ের জন্যেও হতে পারে। শরিয়তের এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যা নির্দিষ্ট কোন সময়সীমার মধ্যে ইতিকারকে সীমাবদ্ধ করে দিবে।

ইবনে হায়ম বলেছেন:

“আরবী ভাষায় ইতিকার শব্দের অর্থ-অবস্থান করা। তাই আল্লাহর মসজিদে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় যে কোন অবস্থানই হল ইতিকার। সেটা কম সময়ের জন্যে হোক অথবা বেশি সময়ের জন্যে হোক। যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বা সময় নির্ধারণ করেনি” সমাঙ্গ। [আল-মুহাজ্জা (৫/১৭৯)]

প্রশ্ন: যদি এলাকার কেউ ইতিকারে না বসে তাহলে কি পুরো এলাকাবাসী গুনাগার হবে? আর কেউ যদি বসে তাহলে কি পুরো এলাকাবাসী তার সওয়াব লাভ করবে?

উত্তর:

আমাদের দেশে মনে করা হয় যে, সমাজের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে অবশ্যই ইতিকারে বসতে হবে তা না হলে সবাই গুনাগার হবে। কিন্তু এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, ইতিকার হল একটি সুন্নত ইবাদত। যে কোন মুসলিম তা পালন করতে পারে। যে ব্যক্তি তা পালন করবে সে অপণিত সওয়াবের অধিকারী হবে। সবার পক্ষ থেকে একজনকে ইতিকারে বসতেই হবে এমন কোন কথা শরীয়তে নেই। কেননা তা ফরযে কেফায়াহ নয় রবং সুন্নত।

আল্লাহ তাআলা সকল ক্ষেত্রে তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নতকে যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন এবং সকল বিদআত ও সুন্নত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে হেফযত করুন। আমীন। আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ ১০ দিন ই‘তিকাফ করতেন, পুরো বছর আর কোনো ই‘তিকাফ করতেন না। পরবর্তী বছর রমযানে ২০ দিন ই‘তিকাফ করেছেন।’ তিরমিযী: ৮০৩; ইবন মাজাহ: ১৭৭০; ইবন খুযাইমাহ: ৩/৩৪৬।

- ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ই‘তিকাফ করতেন, ফজরের সালাত আদায় করতেন তারপর ই‘তিকাফের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করতেন। একবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার কাছে অনুমতি চাইলেন, তিনি তাকে অনুমতি দিলেন, অতঃপর তার জন্যও তাঁবু টাঙ্গানো হলো। এরপর হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশার কাছে তার জন্য রাসূলের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার অনুরোধ জানালেন, তিনি তাই করলেন, ফলে তার জন্যও তাঁবু টাঙ্গানো হলো, অতঃপর যখন যায়নার রাদিয়াল্লাহু আনহা সেটা দেখলেন, তিনি তার জন্য তাঁবু টাঙ্গানোর নির্দেশ দিলেন, ফলে তাই করা হলো। অতঃপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো তাঁবু দেখলেন তখন বললেন, এটা কি? তারা বলল, এ হচ্ছে আয়েশা, হাফসা ও যাইনাবের তাঁবু। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘‘তারা কী এর মাধ্যমে সাওয়াব পাওয়ার ইচ্ছা করছে? তোমরা এগুলোকে খুলে ফেল, আমি এগুলোকে দেখতে চাই না। ফলে এগুলো খুলে ফেলা হলো, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের ই‘তিকাফ পরিভাগ করলেন; শেষপর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাওয়ালে প্রথম দশক ই‘তিকাফ করলেন।’’ (বুখারী ও মুসলিমের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে সংগৃহীত। বুখারী: ২০৩৩, ২০৩৪, ২০৪৫; মুসলিম: ১১৭১।
- ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. বলেন, ‘‘আমি জানি না কোনো আলেম দ্বিমত করেছেন কি না যে: ই‘তিকাফ সুন্নাত।’’

ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য

‘‘কোনো মানুষ সাধারণ মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহের কোনো মসজিদে বসে তাঁর অনুগ্রহ, সাওয়াব এবং লাইলাতুল কদর লাভের আশায় একান্তভাবে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করা। এ জন্য প্রত্যেক ই‘তিকাফকারীর উচিত আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ও অন্যান্য ইবাদতে ব্যস্ত থাকা এবং দুনিয়াবী অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বেঁচে থাকা।

তবে পরিবার বা অন্য কারও সাথে কোনো বৈধ বিষয়ে অল্প কথা-বার্তায় কোনো দোষ নেই। কারণ,

• উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ই‘তিকাফ অবস্থায় রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম, আলোচনা শেষে যখন বাড়িতে ফিরে আসতে চাইলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।’ বুখারী: ২০৩৮; মুসলিম: ২১৭৫।
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই‘তিকাফ অবস্থায় মসজিদ হতে মাথা বের করতেন আর আমি ঋতু অবস্থায় তাঁর মাথা ধৌত করতাম।’ বুখারী: ৩০১, ২০৩১; মুসলিম: ২৯৭।

ই‘তিকাফকারী মসজিদ থেকে সারা শরীর নিয়ে বের হওয়ার তিন অবস্থা:

প্রথম: কোনো প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে যাওয়া। তা স্বভাবগত হোক বা শরীয়তসম্মত হোক। যেমন পেশাব-পায়খানা, উযু, ফরয গোসল, ইত্যাদি ও পানাহার হয়, আর ওই কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা মসজিদে না থাকে বা সমজিদে সম্ভব না হয়, তা হলে ই‘তিকাফকারীর জন্য বাইরে যাওয়া জায়েয হবে। আর যদি ওই কাজগুলো মসজিদে করা সম্ভব হয় বা তার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে ই‘তিকাফকারীর মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়েয হবে না। গেলে ই‘তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়: কোনো ইবাদত জাতীয় কাজের জন্য বের হওয়া, যা তার ওপর ওয়াজিব নয়। যেমন- অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য যাওয়া ও জানাযায় উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি। এসব অবস্থায় বের হওয়া জায়েয নেই; তবে যদি ই‘তিকাফের প্রথমেই শর্ত করে নেয় যে, তবে বের হওয়াতে ক্ষতি নেই।

তৃতীয়: ই‘তিকাফকারী এমন কোনো কাজের জন্য বের হওয়া যা ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য বিরোধী। যেমন, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, স্ত্রী সহবাস অথবা তাদের সাথে মেলা-মেশা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া

ইতিকার কি যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে; নাকি রমযান ছাড়া ইতিকার করা যায় না?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বছরের যে কোন সময় ইতিকার করা সুন্নত; সেটা রমযানের মধ্যে হোক অথবা রমযানের বাইরে হোক। এর পক্ষে দলিল পাওয়া যায়, ইতিকার সংক্রান্ত সাধারণ দলিলগুলো থেকে; যেগুলো রমযান মাস ও অন্য যে কোন মাসকে শামিল করে। দেখুন 48999 নং ফতোয়া।

ইমাম নববী আল-মাজমু গ্রন্থে (৬/৫০১) বলেন:

ইতিকার একটি সুন্নত ইবাদত। যা ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, শুধুমাত্র মাল্লতের কারণে ইতিকার ফরজ হতে পারে। বেশি বেশি ইতিকার করা মুস্তাহাব। রমযানের শেষ দশদিন ইতিকার করা মুস্তাহাব; এ সময়ে এর মুস্তাহাব হওয়াটা আরও জোরদার হয়।

তিনি আরও (৬/৫১৪) বলেন:

সর্বোত্তম ইতিকার হলো- রোযার সাথে যে ইতিকার; রমযান মাসের ইতিকার; রমযানের শেষ দশদিনের ইতিকার।

সমস্ত

আলবানি তাঁর ‘কিয়ামু রমযান’ গ্রন্থে বলেন:

ইতিকার রমযানে ও রমযানের বাইরে বছরের যে কোন সময় পালন করা সুন্নত। এ বিষয়ে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “যখন তোমরা মসজিদে ইতিকার করত থাক”। এছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকারের ব্যাপারে সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং সলফে সালেহীনদের থেকে মুতাওয়াজির রেওয়াজে এসেছে।

উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, জাহেলী যুগে আমি মাল্লত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাত্রি ইতিকার করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সুতরাং তোমার মাল্লত পূর্ণ কর। ফলে তিনি এক রাত ইতিকার করলেন।[বুখারি ও মুসলিম]

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসের ভিত্তিতে রমযানে ইতিকার পালনের বিধান জোরদার হয়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযান মাসে দশদিন ইতিকার করতেন। যে বছর তিনি মারা যান সে বছর বিশদিন ইতিকার করেন।[সহিহ বুখারি]

রমযানের শেষ দশদিন ইতিকার করা সর্বোত্তম ইতিকার। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যু অবধি রমযানের শেষ দশদিন ইতিকার করেছেন।[সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম, সংক্ষেপিত ও সংকলিত]

শাইখ বিন বায তাঁর ফতোয়াসমগ্র (১৫/৪৩৭) তে বলেন:

সন্দেহ নেই যে, মসজিদে ইতিকার করা একটি ইবাদত ও আল্লাহর নৈকটা লাভের মাধ্যম। রমযানে এ ইবাদত পালন করা অন্য সময় পালন করার চেয়ে উত্তম। এটি রমযানে ও রমযানের বাইরে পালন করা যেতে পারে।[সংক্ষেপিত]

দেখুন: ড. খালেদ আল-মুশাইকিহ এর ফিকহুল ইতিকার, পৃষ্ঠা-৪১।

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

ঘরে মহিলাদের ইতিকার কুরআন- হাদিসের দলিলের আলোকে এ ক্ষেত্রে সঠিক বিষয়টি জানতে চাই।

উত্তর:

ইতিকারের জন্য শর্ত হল, মসজিদ। মসজিদ ছাড়া ইতিকার সহীহ নয়। এই শর্ত পুরুষ-মহিলা সবার জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَنْ طَهَّرَا نَبِيَّيْنِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

“তোমরা আমার গৃহকে তওযাফকারী, ইতিকারকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।” (সূরা বাকারা: ১২৫)

আল্লাহ আরও বলেন: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“আর যতক্ষণ তোমরা এতেনাক অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না।” (সূরা বাকারা: ১৮৭)

এ আয়াতগুলোতে মসজিদে ইতিকার করার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, উমুল মুমিনীন আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَكَبَّرُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَى مِنَ رَمَضَانَ حَتَّى تُوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রামযানের শেষ দশকে ইতিকার করেছেন আর তাঁর ইতিকারের পরে তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকার করেছেন।”

নারীদের জন্য তার ঘরকে মসজিদ বলা ঠিক নয়। কারণ, মসজিদে স্বত্ববতি মহিলাদের দীর্ঘ সময় অবস্থান করা নিষেধ। ঘর যদি মসজিদ হত তাহলে সে ঘরে মহিলাদের অবস্থান করা বৈধ হত না। অনুরূপভাবে ঐ ঘর বিক্রয় করাও বৈধ হত না।

বি: দ্র:

মসজিদের মধ্যে মহিলাদের যদি নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে এবং তার ইতিকারের কারণে যদি সন্তান প্রতিপালন, ঘর-সংসারের নিরাপত্তা এবং তার উপর অর্পিত অপরিহার্য কবর্তা পালনে ব্যাঘাত না ঘরে তবে স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি স্বাপেক্ষে ইতিকার করা বৈধ হবে। অন্যথায়, তার জন্য ইতিকার না করে বরং নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন, সংসার দেখা-শোনা, স্বামীর সেবা ইত্যাদিতেই অগণিত কল্যাণ নিহীত রয়েছে। তিনি কাজের ফাঁকে যথাসাধ্য দুয়া, তাসবীহ, কুরআন তিলাওয়াত, নফল সালাত ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকটা অর্জনের চেষ্টা করবেন। আল্লাহই তাওফীক দাতা। উত্তর প্রদানে:

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার, kea

ইতিকার করা সুলতে মুয়াক্কাদাহ (গুরুত্বপূর্ণ সুলত)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমাযানে ১০ দিন ইতি-কার করেন। কিন্তু যে বছর তিনি মৃত্যু বরণ করেন সে বছর একটানা ২০ দিন ইতিকার করেছেন। (সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ইতি-কার, আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত)

ইতিকারের কতিপয় উপকারিতা:

ইমানদারের জন্য ইতিকারে অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। নিম্নে সেগুলো কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

১. এর মাধ্যমে কিছু দিনের জন্য দুনিয়া থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে মহান আল্লাহ নৈকট্য হাসিলের বিশাল সুযোগ পাওয়া যায়।
২. এ সময় অধিক পরিমাণে নফল সালাত, জিকির-আজকার, দুআ, তাসবীহ, তাকবীরে উলা তথা ইমামের প্রথম তাকবীরে সাথে জামাআতে সালাত, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা কবর আখিরাত, হাশর-নশর, আল্লাহর দরবারে হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত, জাহ্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন মুখস্থ, ইসলামী জ্ঞানার্জন ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়।
৩. এ ছাড়াও ইতিকারের ফলে দৃষ্টি হেফাজত, অশ্লীল, অনর্থক ও মিথ্যা কথা থেকে মুখ হেফাজত, গীবত-পরনিন্দা, চুগলখোরি ইত্যাদি অসংখ্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।
৪. রমাযান মাসে ইতিকার করার সবচেয়ে বড় ফায়দা হল, শেষ দশকের রাত জেগে ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাওফিক দান করলে 'লাইলাতুল কদর' বা শবে কদর লাভ করা সম্ভব হয়-যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। নি:সন্দেহে এটি জীবনের অন্যতম সেরা অর্জন।
৫. ইতিকার এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুলত আদায় করা হয়- যা বর্তমানে মুসলিম সমাজে প্রায় পরিত্যক্ত।

ফিদইয়া বা বিনিময় প্রদান।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

আর যারা তা (সাওম পালনে) সক্ষম নয় তারা(এর পরিবর্তে) ফিদইয়াহ হিসেবে মিসকীন খাওয়াবে। সূরা আল বাকারা: ১৮৪

• ইবনু আব্বাস রা. বলেছেন: তারা হলো অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও নারী যারা সাওম পালন করতে সক্ষম নয়, তারা উভয়েই প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াবে। সহীহ আল বুখারী: ৪৫০৫

• অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার কারণে বা সে রোগী যার সুস্থতার আশা করা যায় না, তার উপর সিয়াম পালন ফরয নয়, অক্ষমতার জন্য। মহান আল্লাহ অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়াময়। তিনি বলেছেন:

আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না। সূরা আল বাকারা: ২৮৬

• মিসকীনের বালিগ হওয়া শর্ত নয়, তবে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দেয়া যাবে না। দুধ ছাড়ানো হয়েছে এমন শিশুকেও ফিদইয়া দেয়া যাবে।

• মিসকীনের সন্তানেরা, তার স্ত্রী ও পরিবারবর্গ যাদের উপর তার খরচ করা ওয়াজিব, তারাও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি তাদের জন্য এই মিসকীন ছাড়া খরচ করার অন্য কেউ না থাকে।

• একজন মিসকীনকে দেশীয় খাদ্যদ্রব্য হতে অর্ধেক স্বা (প্রায় ১.৫ কেজি) প্রদান করা হবে, তা চাল বা খেজুর বা অন্য কিছুই হোক না কেন। আর যদি এর সাথে উপযুক্ত অন্য খাবার রান্না করা তরকারী বা গোস্ত, তবে তা উত্তম।

• ফিদইয়াহ এর খাদ্যের সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে হবে না।

• ইবনু আব্বাস রা. সহ একদল সাহাবা রা. বলেছেন: আর যদি তিনি (সাওম করতে অক্ষম) দরিদ্র হন অর্থাৎ মিসকীন খাওয়াতে সক্ষম না হন, তবে তার উপর কিছু বর্তায় না, আর এই ফিদইয়া একজন মিসকীনকে বা অনেকজনকে দেয়া যেতে পারে মাসে শুরুতে বা এর মাঝে বা এর শেষে।

(মাজমু ফাতওয়া ইবন বায ১৫/২০৩)

• সব দিনের ফিদইয়াহ মাসের শেষে একবারে আদায় করা যেতে পারে। যেমন ৪৫ কেজি চাল রান্না করে মিসকীনদের দাওয়াত করে খাওয়ানো হয় তবে তা উত্তম, হযরত আনাস রা. এমনটি করেছেন। (ফাতাওয়াহ রামাদান)



যাকাতুল ফিতর (ফিতরা)

ঈদের রাত ও ঈদের দিনে যার কাছে তার নিজের ও তার দায়িত্বে যাদের পোষণ অর্পিত তাদের খাদ্যের অতিরিক্ত এক সা' বা তদুর্ধ পরিমাণ খাবার থাকে তার উপর সাদাকাতুল ফিতর ফরয।

দলিল হচ্ছে এ বিষয়ে ইবনে উমর রা থেকে সাব্যস্ত হাদিস, তিনি বলেনঃ রাসূল সা প্রত্যেক স্বাধীন-ক্রীতদাস, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় মুসলমানের উপর যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা ফরয করেছেনঃ এক সা' পরিমাণ খেজুর কিংবা যব। মানুষ ঈদের নামাযে বের হওয়ার পূর্বেই তিনি তা আদায় করার আদেশ দিয়েছেন।

সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম।

সূত্র: গবেষণা ও ফতোয়াবিষয়ক স্থায়ীকমিটি (৩/৩৬৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন একজন সাইমের (সাওম পালনকারীর) অনর্থক কাজ ও অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা স্বরূপ ও মিসকীনদের খাওয়ানোর জন্য। যে তা সালাতের আগে আদায় করে তা কবুলযোগ্য যাকাত (হিসেবে গন্য হবে) আর যে তা ঈদের (ঈদুল ফিতর) সালাতের পর আদায় করে, তা সাদাকাহ সমূহের মধ্যে একটি বলে গণ্য হবে। সুনানে আবু দাউদ: ১৬০৯

আলিমগণের অধিকাংশের মতে ও দলীলের বিবেচনায় বেশী সঠিক মত অনুসারে মূল্য দিয়ে (অর্থ দিয়ে) যাকাতুল ফিতর আদায় করা জা'ইয নয়। ওয়াজিব হলো খাদ্যদ্রব্য থেকে আদায় করা।

• ওয়াজিব হলো সকল প্রকার খাবারের এক স্বা অর্থাৎ নবী সা.এর হিসাব অনুযায়ী এক স্বা (যাকাতুল ফিতর) আদায় করা আর তার পরিমাণ হলো স্বাভাবিক দুই পূর্ণ হাতের চার মুঠো, ওজনের হিসেবে তা ৩ কিলোগ্রামের কাছাকাছি। শাইখ ইবনে বায রহ. এর মতে প্রায় ৩ কিলোগ্রাম।

শাইখ ইবনু উসাইমীন (রহ) বলেছেন, চাল দিয়ে এর পরিমাণ হবে ২১০০ গ্রাম অর্থাৎ ২.১ কিলোগ্রাম
ফাতওয়া আয যাকাত: ২৭৪-২৭৬

• ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

• ওয়াজিব হলো ঈদের সালাতের আগেই ফিতরা আদায় করা। ঈদের এক দুই দিন আগে আদায় করায় কোন বাঁধা নেই।

আলিমগণের মতামতের সবচেয়ে সঠিক মত অনুসারে ২৮তম সাওমের রাতে কারণ এই মাস ২৯ বা ৩০ দিনেরও হতে পারে। রাসূল সা.এর সাহাবা রা.গণ ঈদের এক দুই দিন আগেই আদায় করতেন।

• এই ফিতরা দিতে হবে ফকীর ও মিসকীনদের হাতে।



+

○



১ম ১০ দিনের আমলের আত্মপর্যালোচনা করে দেখাঃ

- নিয়মিত ইবাদাত সমূহ হয়েছে কি না?
 - অন্তরে ইখলাসের স্পিরিট আছে তো?
 - সব সময় পবিত্র অযু অবস্থায় থাকা হয় কি?
 - আরো বেশী আমল করার সামর্থ্য ছিলো কি?
 - পরবর্তী দিনগুলোতে আরো কিছু কল্যানের ইবাদাত যোগ করে নেয়া।
 - নিজের ত্রুটি সংশোধন হয়েছে কি ?
 - আল্লাহর সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন বুঝতে পারছি কি না?
 - বিদ'আত থেকে মুক্ত আছি কি?
 - গুনাহ থেকে সরে আসতে পেরেছি কি?
 - পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক আছে কি না? পরিবার ভালো সাক্ষী দিবে কি?
 - আত্মীয়তার হক আদায় হচ্ছেতো?
 - অধিনস্থদের প্রতি সদাচরন করছিতো?
 - সত্যবাদীতা, আমানতদারী, ওয়াদা পালনকারী, রাগ নিয়ন্ত্রনে সক্ষম ও অভ্যস্ত হয়েছি কি?
 - অহংকার, গীবত, হিংসা, লোভ থেকে পরিচ্ছন্ন হতে পেরেছি কি?
 - সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হচ্ছি কি?
 - পরিবারের আয় সুদমুক্ত ও হারামমুক্ত আছে কি?
 - পরিপূর্ণ পর্দার অনুশীলন(ঘরে ও বাইরে) করছি কি?
 - জিহ্বাকে সকল সময় আল্লাহর স্মরণে সিজ্ত রাখার অনুশীলন করছিতো?
- সঠিক পর্যালোচনার পর পরবর্তী রোজার দিনগুলো পালনের ব্যাপারে আরো যত্নশীল ভূমিকা রাখার জন্য আল্লাহর সাহায্য ও পরিকল্পনায় এগুতে থাকি ইন শা আল্লাহ।

